দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21 DEC 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ...

34

শিক্ষার হাল

বাংলাদেশ সম্পর্কে ইউনিসেফের বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ১৯৯১-এর সূচনা রিপোর্টে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে দুঃখজনক বাস্তবতাই প্রতিফলিত। দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি আমাদের আশা আকাংখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এইটুকুকে হয়ত আশার কথা বলে ধরলেও ধরা যেতে পারে। কিন্তু বিষয়টা স্থায়ী নয়। অর্থাৎ যারা ভর্তি হয় তারা পড়াশুনা চালাতে পারে না। বাংলাদেশে ড্রপ আউটের সংখ্যা প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী। মেয়েদের শিক্ষাও উপেক্ষিত।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত। পরিসংখ্যান বিবেচনা করলে বোঝা যায় আমাদের দেশে শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা হলেও সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল যাওয়ার বয়েসী শিশুদের মধ্যে এখন প্রায় ৭০ শতাংশ স্কুলে ভর্তি হয়। কিন্তু তারা পড়াশুনা কেন চালাতে পারে না তার কারণ আমাদের অজানাও নয়। সত্যি বলতে পরিস্থিতি এমন যে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হলে অথবা বই খাতা বিনা পয়সায় বিতরণ করা হলেই সমস্যার যথাযথ সমাধান হয় না। বিষয়টা জটিলতর। শিক্ষার্থী শিশুদের জীবিকার প্রশ্নটা এর সঙ্গে জড়িত। যাদের জীবিকার্জনের দায়িত্বও বইতে হয় তাদের শুধু ফ্রি বই খাতা আর বেতন মাফ হলেই পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি হয় না। সন্ধ্যাকালীন স্কুলগুলি এ সমস্যার আংশিক সমাধান এনেছে। তবে কর্মজীবী শিশুদের ইচ্ছা এবং শক্তিরও সীমা আছে। সারাদিন কাজকর্ম শেষে আবার লেখাপড়ার চাপ সহ্য করার মত ধৈর্য এবং শক্তির অভাব অনেকেরই থাকতে পারে। তাছাড়া এভাবে কাজ চালাবার জন্য যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি তারও অভাব আছে। বস্তুত শিক্ষা বিস্তার ও দারিদ্র্য মোচনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। পরবর্তীকালের নীতি নির্ধারণের বিষয়টা খুব সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করা হবে বলে আমরা আশা করব। দারিদ্র্য মোচন ও শিক্ষা বিস্তার এ দুটাই আমাদের লক্ষ্য। এ বিষয় দুটি অবিচ্ছিন্নও বটে। অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তার না ঘটলে উন্নয়ন সম্ভব নয় আবার দারিদ্র্য দূর না হলে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাঘাত ঘটে। তাই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে অতিমাত্রায় কুশলী হবার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রয়োজনের তুলনায় দেশে স্কুলের সংখ্যাও কম। গত এগার বছরে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১২ শতাংশ। এদিকে এ সময়ে ছাত্র সংখ্যা ৭০ ভাগ বেড়েছে। এক্ষেত্রেও আর্থিক অসঙ্গতি আছে। এই সব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যই তো আমাদের সংগ্রাম। অর্থের অভাবের চেয়েও যেন চেষ্টা ও নিষ্ঠার অভাব বড় হয়ে না ওঠে সেটা দেখতে হবে। সাধনা দিয়েই আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোতে হবে।